তথ্য অধিকার বার্তা

প্রান্তজনের তথ্য অধিকার আইন বিষয়ক নিউজলেটার

❑ ২য় বর্ষ ❑ ৪র্থ সংখ্যা ❑ ডিসেম্বর ২০১১ ❑

রোসা লাক্সেমবার্গ স্টিফটুং-এর প্রজেক্ট ম্যানেজার (সাউথ এশিয়া) সোনিয়া ব্লাজিগ- এর ঢাকা এবং মুন্সিগঞ্জ সফর

রোসা লাক্সেমবার্গ স্টিফটুং - এর প্রজেক্ট ম্যানেজার (সাউথ এশিয়া) সোনিয়া ব্লাজিগ রিইব এর আরটিআই প্রকল্পের অগ্রগতি ও অর্জন দেখা উপলক্ষ্যে রিইব এর সভাকক্ষে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করা হয় গত ১৫ নভেম্বর। সভায় উপস্থিত ছিলেন রিইব এর চেয়ারম্যান ড: শামসুল বারি, নির্বাহী পরিচালক ড: মেঘনা গুহঠাকুরতা, আর টি আই প্রকল্পের এনিমেটরগণ এবং রিইব এর অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ। প্রকল্প সম্পর্কে উপস্থাপনা করেন প্রজেক্ট কো-অর্ডিনেটর সুরাইয়া বেগম। উপস্থাপনাটিতে প্রকল্পের অর্জন ও চ্যালেঞ্জের দিকসমূহ গুরুত্ব পায়। পরবর্তীতে এনিমেটরগণ তাদের অভিজ্ঞতা বিনিময় করেন এবং কিভাবে তারা আরটিআই ব্যবহার করে ক্ষমতায়িত হচ্ছেন সে বিষয়েও বলেন। আবেদন করার ক্ষেত্রে তারা যে সকল সমস্যার সম্মুখীন হন সে বিষয়গুলো নিয়েও আলোচনা করেন। আলোচনার শেষে সোনিয়া ব্লাজিগ এনিমেটরদের কাছ থেকে ভবিষ্যৎ করণীয় সম্পর্কে জানতে চান। তিনি "কনসেপ্ট অব সিটিজেনশিপ" ধারণাটির কথা উল্লেখ করেন যেখানে জনগণ হচ্ছে সকল ক্ষমতার উৎস এবং তারা সরকারের কাছে অধিকার চাইতে পারে।

সোনিয়া ব্লাজিগ মুন্সিগঞ্জ জেলার লৌহজং থানার খড়িয়া গ্রামে প্রকল্প এলাকার স্থানীয় তথ্য অধিকার কেন্দ্র পরিদর্শন করেন ১৮ নভেম্বর। তিনি সেখানে লৌহজং উপজেলার আরটিআই সেন্টারে স্থানীয় বেদে সম্প্রদায়ের সাথে একটি সভায় অংশগ্রহণ করেন। রিইব এনিমেটর মো: সউদ খান বেদে সম্প্রদায়ের বর্তমান আর্থ-সামাজিক অবস্থা এবং আরটিআই প্রয়োগ করে তার সম্প্রদায়ের লাভবান হওয়া ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার কথা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, যদিও সরকারী কর্মকর্তাদের আচরণ শুরুর দিকে নেতিবাচক ছিল তবে এখন তারা ধীরে ধীরে ইতিবাচক দিকে যাচ্ছে। নারীরাও তাদের অভিজ্ঞতা বিনিময় করেন। সোনিয়া ব্লাজিগ তাদের ভবিষ্যত পরিকল্পনা সম্পর্কে জানতে চাইলে তারা বলেন যে, সম্ভাব্য সকল ক্ষেত্রে তথ্য অধিকার আইন প্রয়োগ করে তাদের নাগরিক ও মৌলিক অধিকার অর্জনের চেষ্টা করবেন এবং নিজ সম্প্রদায়ের উন্নয়নে ভূমিকা রাখবেন। সবশেষে তারা বিভিন্ন সময়ে তথ্য আবেদনের কপি এবং প্রাপ্ত তথ্যের কপি দেখান এবং সফল অভিজ্ঞতার কথা বলেন।

সোনিয়া ব্লাজিগ রিইব চেয়ারম্যান, কর্মকর্তা ও এনিমেটরদের সাথে আলোচনা করছেন

রিইবের আরটিআই টিমের ভারত সফরের অভিজ্ঞতা

রিইবের তথ্য অধিকার টিম প্রকল্পের এনিমেটরদের নিয়ে গত ২৭ নভেম্বর ২০১১ হতে ০৪ ডিসেম্বর ২০১১ তারিখে ভারতের পশ্চিমবঙ্গের কলকাতা ও বীরভূম জেলায় তথ্য অধিকার কার্যক্রম পরিদর্শন করে। ভারতের ডেভেলপমেন্ট এন্ড রিসার্চ কালেকটিভ ফর সার্ভিস সেন্টার (ডিআরসিএসসি)-এর প্রাতিষ্ঠানিক সহযোগিতায় পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন পর্যায়ের তথ্য অধিকার কর্মী, রাজ্য তথ্য কমিশন, নোডাল এজেন্সি, রোসা লাক্সেম্বার্গ স্টিফটুং, দিল্লী অফিসের কর্মকর্তাসহ আরটিআই- কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের সাথে রিইব টিম মতবিনিময় করে। ভারতের তথ্য অধিকার আইন প্রয়োগের সাথে সম্পৃক্ত কর্মীদের তথ্য অধিকার প্রয়োগের কৌশল, বর্তমান পরিস্থিতি, সুফল অর্জনের অভিজ্ঞতা, সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জ ও সেগুলো মোকাবেলায় কী করণীয় হতে পারে তার উপর বিশদ আলোচনা করা হয়।

ভারতের অভিজ্ঞতা প্রসঙ্গে উঠে আসে যে, তথ্য অধিকার আইন নিয়ে ইতিমধ্যে ব্যাপক তোলপাড় সৃষ্টি হলেও পশ্চিমবঙ্গে এখনো সেভাবে এই আইন নিয়ে কাজ হচ্ছে না। এই আইনের প্রচার ও প্রসারে সরকারী এবং বেসরকারী উদ্যোগের অভাব রয়েছে। ফলে অনেক সংগঠনই নিজস্ব ফান্ড এবং উদ্যোগে আরটিআই কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এক্ষেত্রে আরটিআই হেলপ্ লাইন চালু করা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। আলোচনায় উঠে আসে এই কাজের কাঙ্খিত সফলতা লাভের ক্ষেত্রে ডকুমেন্টেশন - এর ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। একই সাথে তারা আরো জানান যে, আরটিআই নিয়ে সফলতা লাভ করতে হলে ধৈর্য্য দরকার। আলোচকগণ মনে করেন, আরটিআই এমন কোন বিষয় নয় যে, যেটার কার্যক্রম নিয়ে নিদিষ্ট টাইম লাইন বেঁধে দিয়ে কাজ করা সম্ভব। এটা চলমান উন্নয়ন কার্যক্রমের একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ এবং হাতিয়ার। তাই আরটিআই একটা ক্রস কাটিং ইস্যু হিসেবে সংগঠনের কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। আলোচকগণ মনে করেন, তথ্য অধিকার আইন প্রয়োগের সফলতা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে জনগণ, তথ্য কমিশন, সরকার ও মিডিয়ার ভূমিকা সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য তথ্য কমিশনে তথ্য কমিশনার জানান অভিযোগ নিস্পত্তির প্রধান ভিত্তি হচ্ছে আইন। আর আইন যেহেতু জনগণের তথ্য লাভের অধিকার নিশ্চিত করার জন্য প্রণীত হয়েছে সেহেতু অভিযোগ নিস্পত্তির ক্ষেত্রে জনগণের স্বার্থই প্রাধান্য পাওয়া উচিৎ এবং কর্তৃপক্ষের কাজ হবে তথ্য প্রদান করা। কমিশন সকল দ্বিতীয় আপীল এবং অভিযোগের শুনানী করে থাকেন এবং সিদ্ধান্ত এক সপ্তাহের মধ্যে তথ্য কমিশনের ওয়েব সাইটে প্রকাশ করে সকলকে জানিয়ে দেন।

লোক প্রশাসন কেন্দ্র- এর মত ভারতের যে নোডাল এজেন্সি এটিআই রয়েছে সেখানে প্রদত্ত সকল প্রশিক্ষণে আরটিআই একটা ক্রস কাটিং ইস্যু হিসেবে থাকে। এর বাইরেও সেখানে নোডাল এজেন্সি বছরে দুইটি আরটিআই প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। এর ফলে সরকারী কর্মকর্তাদের মধ্যে আরটিআই নিয়ে নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হচ্ছে।

আলোচনায় উঠে আসে যে, বর্তমান সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে যে ধরনের অনিয়ম ও দুর্নীতির বীজ গ্রথিত রয়েছে তার মূলোৎপাটন করতে হলে একটা শক্তিশালী সামাজিক মূভমেন্ট থাকা দরকার। এক্ষেত্রে আরটিআই একটা হাতিয়ার হতে পারে। এর কাঙ্ক্ষিত সফলতা অর্জন করতে হলে মূল স্রোতধারার জনগণকে এর ব্যবহারে এগিয়ে আসতে হবে। **–উৎপল কান্তি খীসা, ফিল্ড কোঅর্ডিনেটর**

কোলকাতায় DRCSC অফিসে মুন্না দাসের সাথে আলোচনায় মগ্ন প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা সুব্রত কুন্ডু

পিপল টু পিপল এক্সচেঞ্জ ভিজিট

তথ্য অধিকার আইন প্রকল্পের কার্যক্রম হিসাবে ২৭-২৯ ডিসেম্বর ২০১১ তারিখে রাজশাহী জেলার গোদাগাড়ী উপজেলার আমতলী গ্রামে সাঁওতাল জনগোষ্ঠীতে পিপল টু পিপল এক্সচেঞ্জ ভিজিট পরিচালিত হয়। প্রকল্পের সকল এনিমেটর তাদের কমিউনিটির একজন সদস্যসহ এতে যোগদান করে। এই ভিজিটের উদ্দেশ্য ছিলো প্রকল্পের সকল এলাকার তথ্য অধিকার কর্মীদের মধ্যে উদ্দীপনা সৃষ্টি করা যাতে একই ধরনের অভিজ্ঞতায় অন্যরা কীভাবে সমস্যার উওরণ করেছে তা জানা যায়। প্রকল্প সমন্বয়ক, ঢাকা, সৈয়দপুর, খাগড়াছড়ি, মুন্সিগঞ্জ ও রাজশাহী এলাকার এনিমেটর এবং তাদের গ্রুপ সদস্য নিয়ে মোট ১৩ জন এই ভিজিটে অংশগ্রহণ করেছিলো। রাজশাহীর এনিমেটর ভগবত টুডু এই মিটিং এর আয়োজন করে। এলাকার জনগণ নিয়ে এই অভিজ্ঞতা বিনিময় হয়, যেখানে গ্রামবাসী ৪৯ জন উপস্থিত ছিলো এবং তারা দীর্ঘসময় ধরে আলোচনা মনোযোগ দিয়ে শোনে এবং পরবর্তীতে অংশগ্রহণ করে। আলোচনা থেকে উঠে আসে যে, সাঁওতাল জনগোষ্ঠী তথ্য জানার ক্ষেত্রে অনেক পেছনে পড়ে আছে। তাদের সমাজে অনেক ধরনের ঘটনা ঘটে কিন্তু তারা জানে না যে এর পেছনের কারণ কি, শুধু অনুমান করে মাত্র। এমনকি এই সংক্রান্ত তথ্য যে জানা যায় এই বিষয়টাও তারা জানে না। এই প্রেক্ষিতে, এনিমেটররা আলোচনা করেন যে, কিভাবে বিভিন্ন তথ্য পাওয়ার জন্যে তথ্য অধিকার আইন প্রয়োগ করা যায়। আলোচনায় এনিমেটর এবং গ্রুপ সদস্যরা প্রত্যেকে তাদের অভিজ্ঞতা এবং সফলতার ঘটনা বর্ণনা করে যা সকলকে উজ্জীবিত করে তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়িত করতে।

তথ্য অধিকার প্রকল্পের কার্যক্রম

ডিসেম্বর ২০১১ পর্যন্ত পাঁচটি প্রকল্প এলাকায় ১১ টি দলের মাধ্যমে ৪৯৬ টি তথ্য আবেদন করা হয়। এর মধ্যে ১৭৩ টির জবাব প্রদান করা হয়েছে, ৬৮ টি আপীল করা হয়েছে এবং ১৩ টি অভিযোগপত্র প্রেরণ করা হয়েছে।

সমন্বয় সভা

তথ্য অধিকার আইন প্রকল্পের এনিমেটরদের সাথে একটি মূল্যায়ন ও সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয় ১৫ নভেম্বর বিকালে রিইব এর সভা কক্ষে। আলোচনায় এনিমেটরদের কার্যএলাকার অবস্থা, আবেদনপত্র জমাদানের ক্ষেত্রে যেসব সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় সেগুলো তুলে ধরা হয়। সেসব হল- ১. দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম না পাওয়া। আবার সরকারী কর্মকর্তারা যেহেতু বদলী হন তাই নির্ধারিত কর্মকর্তার নাম খুঁজে পাওয়া কঠিন হয়। এই কারণে অনেক সময় আবেদনপত্র ফেরত আসে। ২. আবেদনপত্র পাঠানো ও শুনানিতে অংশগ্রহণ করতে যাতায়াত বাবদ অর্থের প্রয়োজন হয়। ৩. তথ্য কমিশন আরো জনবান্ধব হওয়া দরকার এবং আইনটির অভিভাবক প্রতিষ্ঠান হিসেবে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানকে স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশে উদ্বুদ্ধকরণে এর দায়িত্ব নেয়া প্রয়োজন বলে অনুভ'ত হয়।

বাংলাদেশে 'তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯'- এর প্রচার ও প্রসারে অন্যান্য সংগঠনের কার্যক্রম

এক. বাংলাদেশে 'তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯'- এর প্রচার ও প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের স্বীকৃতি স্বরূপ ট্রান্সপারেন্সী ইন্টারন্যাশনাল, বাংলাদেশ খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলায় রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস, বাংলাদেশ (রিইব)-এর সহযোগী সংগঠন "পাড়া ট্রাস্ট"-কে ৯ ডিসেম্বর ২০১১ তারিখে খাগড়াছড়ির পৌর মিলনায়তনে আয়োজিত এক সংবর্ধনা সভায় সম্মাননা প্রদান করে। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি খাগড়াছড়ি সদরের পৌর মেয়রের কাছ থেকে ক্রেস্ট গ্রহণ করেন পাড়া ট্রাস্ট-এর তথ্য অধিকার কর্মী রিইবের এনিমেটর রিপন চাকমা।

দুই. প্রজেক্ট কো-অর্ডিনেটর সুরাইয়া বেগম "আমাদের ক্লাউড লিমিটেড" নামক একটি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আয়োজিত আরটিআই ভিডিও প্রোগ্রামে অংশ নেন। এই ভিডিও রিসোর্স লিংক হিসেবে ইউটিউবে পোস্ট করা হয়েছে। লিংকগুলো হলো-

Part-1 : http://www.youtube.com/watch?v=lV63bsW4N10&feature=related
Part-2 : http://www.youtube.com/watch?v=BHtrEHtMEOQ&feature=related
Part-3 : http://www.youtube.com/watch?v=pRqmknaw0mA&feature=related

তিন. মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন এর উদ্যোগে ২৪ অক্টোবর ২০১১ তারিখে ব্র্যাক সেন্টারে তথ্য অধিকার আইনের প্রয়োগের অভিজ্ঞতা বিষয়ক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন তাদের পাইলট প্রকল্পের অভিজ্ঞতা তুলে ধরে। এক পর্যায়ে সরকারী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ তাদের কাজের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন। প্রধান অতিথি মাননীয় প্রধান তথ্য কমিশনার মোহাম্মদ জমির দেশে তথ্য অধিকার আইনের প্রচার ও প্রসারে কমিশনের ভূমিকা বিষয়ে সংক্ষিপ্ত ধারণা জ্ঞাপন করেন এবং মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন সহ সংশ্লিষ্টদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

চার. রিসোর্স প্রতিষ্ঠান হিসেবে রিইব আরটিআই টিম ট্রান্সপারেন্সি ইন্টান্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) এর কর্মকর্তাদের সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসে একদিন ক'রে দুইটি ভিন্ন সময়সূচীতে ট্রেনিং প্রদান করে। এছাড়া প্রজেক্ট কো-অর্ডিনেটর সুরাইয়া বেগম ০১ অক্টোবর ব্লাস্ট এর স্থানীয় কর্মকর্তাদের আরটিআই এর উপর ট্রেনিং প্রদান করেন।

বাংলাদেশের সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর তথ্য অধিকার আইন প্রয়োগের অভিজ্ঞতা

এক. নারীর ক্ষমতায়ন

থানায় অভিযোগ দায়ের করতে গেলে এক একজনের কাছ থেকে পুলিশ একেক রকম টাকা নেওয়ার প্রসঙ্গটি সৈয়দপুরে নারী গণগবেষণা দলের সাপ্তাহিক সভায় গুরুত্বসহকারে আলোচনা করা হয়। তখন অনেকের ধারণা ছিল- থানায় অভিযোগ করতে গেলে কোন টাকা লাগে না। কিন্তু বাস্তবে টাকা না দিলে থানায় কোন অভিযোগ গ্রহণ করা হয় না বলে সেদিনই কেউ কেউ

আলোচনায় জানানোর পর উল্লেখিত বিষয়ের তথ্য জানার জন্য আবেদন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ।

গত ১২ জুলাই ২০১১ তারিখে নীলফামারী জেলার সৈয়দপুর শহরের তাহেরা বেগম এনিমেটর কামরুন নাহার ইরা'র সহায়তায় একটি আবেদপত্র লিখে থানায় জমা দিতে যান । থানায় ডিউটি অফিসার আবেদনটি গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানান । এপ্রেক্ষিতে কামরুন নাহার ইরা তখনই তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে তাঁদের বুঝিয়ে দেন । এক পর্যায়ে আইনটি সম্পর্কে কিছুটা ধারণা লাভের পর প্রাপ্তি স্বীকারপত্র না দিয়েই তাঁরা আবেদনটি গ্রহণ করেন । আর সন্ধ্যার পর আবেদনের প্রাপ্তি স্বীকারপত্র নিয়ে যাওয়ার কথা জানিয়ে দেন । সন্ধ্যার পর স্যার (ওসি) অফিসে এলে তখন আবেদনের প্রাপ্তি স্বীকার পত্র দেওয়া হবে বলে কামরুন নাহার ইরা'কে আশ্বাস দেয়া হয় । ডিউটি অফিসারের কথায় বিশ্বাস করে সেদিন সন্ধ্যায় তিনি আবারো থানায় গেলে তখন আবেদনটি আর পাওয়া যাচ্ছে না বলে তাঁকে জানানো হয় । পরবর্তীতে কামরুন নাহার ইরা রেজিস্টার্ড ডাকযোগে গত ৩০ জুলাই ২০১১ তারিখে আবেদনটি থানায় পাঠিয়ে দেন । আইন অনুযায়ী নির্ধারিত ২০ কার্যদিবস অতিক্রান্ত হওয়ার পরও কোন জবাব না পাওয়ার কারণে গত ৩ অক্টোবর ২০১১ তারিখে একইভাবে তাহেরা বেগম রেজিস্টার্ড ডাকযোগে জেলা পুলিশ সুপারের কাছে আপীল করেন । সেখান থেকেও কোন জবাব না আসায় গত ২৫ অক্টোবর ২০১১ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ পাঠিয়ে দেন ।

তাহেরা বেগমে'র অভিযোগের প্রেক্ষিতে তথ্য কমিশন উভয় পক্ষকে সমন পাঠিয়ে শুনানিতে অংশগ্রহণের জন্য চিঠি দেয় । সে অনুযায়ী গত ৯ জানুয়ারী ২০১২ তারিখে তথ্য কমিশনে শুনানি অনুষ্ঠিত হয় । কমিশন শুনানিতে উভয় পক্ষের বক্তব্য শুনে সৈয়দপুর থানার দারোগা ও অভিযুক্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো: জামাল উদ্দিনকে তথ্য প্রদানের নির্দেশ দেন ।

উল্লেখ্য যে, সমন পাবার পর থানার সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তাহেরা বেগম ও কামরুন নাহার ইরা'র বাসায় যান এবং কেন অভিযোগ করা হয়েছে তার কারণ জানতে চান । একইভাবে শুনানির পরও বাইরে এসে তিনি কামরুন নাহার ইরা এবং তাহেরা বেগম'কে তাঁর অপমানিত হওয়ার কথা জানিয়ে বলেন, "আমার সাথে দেখা না করে আপনারা এভাবে আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করে ঢাকায় নিয়ে এসে অপমান করলেন । আপনাদের বাড়ীর পাশে থেকেও একটুর জন্য দেখা করতে পারলেন না? এটা মোটেই ঠিক করেননি" । তখন সাথে সাথে কামরুন নাহার ইরা থানায় তাঁর দুর্ব্যবহারের শিকার হওয়ার কথা তাঁকে জানিয়ে দেন । এলাকায় এ বিষয়ে সাংবাদিকরা বিষয়টিকে গুরুত্বের সাথে নিয়ে স্থানীয় পত্রিকায় প্রকাশ করেন । প্রথম আলো পত্রিকায় একটি প্রতিবেদন (৯/১/২০১২) প্রকাশিত হয় এবং তথ্য কমিশনে অনুষ্ঠিত শুনানি অনুষ্ঠানটি বিভিন্ন ইলেক্ট্রনিক্স ও প্রিন্ট মিডিয়ায় প্রকাশিত হয় ।

এই তথ্য আবেদনের ফলে জনগণের সামনে এটা এখন পরিস্কার হয়ে উঠছে যে, এদেশের জনগণের কাছে থানা পুলিশ সাধারণত একটা ভয়ের জায়গা হওয়ার কারণে সেখানে নারীরা তো বটেই, সাধারণ জনগণও সাধারণত যেতে চান না । বলতে গেলে খুব একটা প্রয়োজন দেখা না দিলে সেখানে কেউই যান না । তাহেরা বেগমের এই আবেদন সেই ভীতিকর অবস্থা দূরীকরণের ক্ষেত্রে একটা প্রাথমিক পদক্ষেপ স্বরূপ । এই আবেদন এখন জনগণের মনে সাহস যোগাচ্ছে । জনগণকে নানান অফিসে তথ্য আবেদন করতে উৎসাহ যোগাচ্ছে । কারণ জনগণ এখন বুঝতে পারছেন যে, তথ্য অধিকার আইন এমন একটা শক্তিশালী আইন, যা তাহেরা বেগম এর মত একজন সাধারণ নাগরিককেও থানা পুলিশের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য লাভের সুযোগ এনে দিয়েছে ।- **কামরুন নাহার ইরা, এনিমেটর, সৈয়দপুর**

পিপ্‌ল টু পিপ্‌ল এক্সচেঞ্জ ভিজিটে গ্রামবাসীদের সাথে এনিমেটর ভগবত টুডু

দুই. "তথ্য আবেদনের জবাব কিভাবে তৈরী করবো তা বুঝিয়ে দিলে আপনাকে তথ্য দিতে আমার সুবিধা হয়"

সুকুমার দাস ২০/০৯/২০১১ তারিখে ডাকযোগে চিরির বন্দর উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা অফিসে তথ্য আবেদন করে । আবেদন পাঠানোর কিছুদিন পর মেম্বার চৌকিদার'কে দিয়ে খবর দিয়ে সুকুমার দাস-কে দেখা করতে বলেন । তথ্যগ্রহণকারী হিসেবে আবেদনে মুন্না দাস- এর নাম ও মোবাইল নম্বর দেওয়া থাকায় তাকে গত ০৩/১০/২০১১ তারিখে সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড মেম্বারের মাধ্যমে বিষয়টি অবগত করে কিভাবে তথ্য সরবরাহ করতে হবে তা জানতে চান । আলোচনার এক পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট মেম্বার মোবাইলে মুন্না দাস-কে জানান যে, সুকুমার দাস বর্তমান অর্থবছরে ৪নং ওয়ার্ডের বয়স্ক ভাতা প্রাপ্তদের নামের তালিকার ফটোকপি পাওয়ার জন্য তথ্য আবেদন করেছেন । কিন্তু তালিকাগুলো অস্পষ্ট হওয়ার কারণে অধিকাংশ লেখা বোঝা যাচ্ছে না । তাই কিভাবে তালিকার ফটোকপি করে দিবেন তা সংশ্লিষ্ট সমাজ সেবা কর্মকর্তা বুঝে উঠতে পারছেন না । তাই তিনি কিভাবে তথ্য সরবরাহ করবেন সে বিষয়ে আপনার পরামর্শ জানতে চেয়েছেন । তখন মুন্না দাস তাকে পরামর্শ দিয়ে জানিয়ে দেন, সমাজসেবা কর্মকর্তা তাদের বই থেকে তালিকা তৈরী করে দিবেন । এই কথা মেম্বারকে জানানোর পর তিনি দেখা করতে বলেন । তখন মুন্না দাস তাকে দূর্গা পুজার পর দেখা করার কথা জানিয়ে দেন । ০৫/১০/২০১১ তারিখে উক্ত সমাজসেবা কর্মকর্তা মোবাইলে মুন্না দাস-কে সুকুমারকে সাথে নিয়ে তার অফিসে যেতে অনুরোধ করে বলেন, আপনি অফিসে এসে সুকুমার দাস- এর তথ্য আবেদনের জবাব কিভাবে তৈরী করবো তা বুঝিয়ে দিলে আপনাকে তথ্য আবেদনের জবাব দিতে আমার সুবিধা হয় । অক্টোবর মাসের ৯ তারিখে সকাল ১১ টা সময় চিরিরবন্দর উপজেলা সমাজ সেবা অফিসে গিয়ে আবেদনের বিষয়টি বুঝিয়ে দিই । তখন উক্ত সমাজসেবা কর্মকর্তা স্বস্তি প্রকাশ করে বলেন যে, দাদা, আপনি যদি আমাকে বুঝিয়ে না দিতেন তাহলে আপনার তথ্য কিভাবে দিবো তা নিয়ে এখনো আমাকে সমস্যায় ভূগতে হতো । কারণ কিভাবে আপনাকে তথ্য সরবরাহ করবো তা এতদিন ধরে আমি বুঝে উঠতে পারছিলাম না । এখন আপনার তথ্য তৈরী করে দিতে পারবো । এরপর ১৭ অক্টোবর ২০১১ তারিখে তিনি মোবাইলে

ঘোষণা: রিইব-এর উদ্যোগে "তথ্য অধিকার আইন ২০০৯" প্রয়োগ বিষয়ে আলোচনা সভা প্রত্যেক মাসের শেষ বৃহস্পতিবার বিকাল ৩.০০টায় অনুষ্ঠিত হবে । সবাই আমন্ত্রিত । যোগাযোগের ঠিকানা ঃ রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস, বাংলাদেশ, বাড়ি - ১০৪, সড়ক -২৫, ব্লক-এ, বনানী, ঢাকা-১২১৩ । ফোন: ৮৮৬০৮৩০, ৮৮৬০৮৩১

জানিয়ে দেন যে, আপনার তথ্য আমরা তৈরি করে রেখেছি, আপনি অফিস চলাকালীন সময়ে এসে নিয়ে যান। ১৯ অক্টোবর ২০১১ তারিখ, সকাল ১১ টার সময় চিরির বন্দর উপজেলা সমাজসেবা অফিসে গেলে সমাজসেবা কর্মকর্তা চা খাওয়ানোর পর তিন পাতার তথ্য দিয়ে দেন। **- মুন্না দাস, এনিমেটর, সৈয়দপুর**

তিন. "হেড অফিস এই তথ্য প্রদান করবে" - ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এনিমেটরের সফলতা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি জনতা ব্যাংক শাখার লাঞ্চ টাইম এবং বিভিন্ন কর্মকর্তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য অনিয়মের কারণে ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতিনিয়ত ভোগান্তির শিকারে পরিণত হওয়ার বিষয়টি প্রতিকারের জন্য সংশ্লিষ্টদের দায়িত্ব পালনের নিয়মাবলীর সঠিক তথ্য জানার জন্য গণগবেষণা দলের সভায় তথ্য আবেদন করার বিষয়টি নির্ধারিত হয়। তার প্রেক্ষিতে মোহাম্মদ ফখরুল ইসলাম সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কাছে তথ্য আবেদন করে। এরপর তথ্য অধিকার আইনে নির্ধারিত ২০ ও পরবর্তীতে আরো ১০ কার্যদিবস সহ ৩০ কার্যদিবস পর্যন্ত অপেক্ষা করেও কোন তথ্য না পাওয়ার কারণে সরাসরি ব্যাংক ম্যানেজারের সাথে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেন। এ প্রেক্ষিতে তিনি আবেদনকারীকে জানান যে, হেড অফিস এই তথ্য প্রদান করবে। কিন্তু নির্ধারিত ৩০ কার্যদিবসের মধ্যে তথ্য না পাওয়ার কারণে গত ১৪ জুলাই ২০১১ তারিখে আবেদনকারী আইন অনুযায়ী উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে আপীল করে। সেখান থেকে ১৫ দিনের মধ্যে কোন জবাব না পাওয়ার কারণে ৮ আগস্ট ২০১১ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ করে। এর কয়েকদিন পর আবেদনকারীকে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মিথ্যা তথ্য প্রদান করে। এক পর্যায়ে তথ্য কমিশন অভিযোগ আমলে নিয়ে ৩০ অক্টোবর ২০১১ তারিখে শুনানির জন্য সমন জারি করে। সে অনুযায়ী উভয় পক্ষ শুনানিতে অংশগ্রহণ করে বক্তব্য উপস্থাপন করে। এ প্রেক্ষিতে তথ্য কমিশন বিষয়গুলো আমলে নিয়ে সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা-কে আবেদনকৃত তথ্যসহ ২১ ডিসেম্বর ২০১১ তারিখে পরবর্তী শুনানিতে উপস্থিত থাকার নির্দেশনা প্রদান করে। **- ফখরুল ইসলাম, এনিমেটর, ঢাকা**

লৌহজং-এ বেদে সম্প্রদায়ের সাথে মিটিং-এ সোনিয়া ব্লাজিগ

চার : খাগড়াছড়িতে তথ্যের ব্যবহার এবং সফলতা

দীর্ঘদিন ধরে বাজারে বিভিন্ন জিনিসপত্র ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে যে টোল আদায়ে অনিয়ম হয় তা প্রতিরোধের জন্য গত ১৬ অক্টোবর ২০১১ তারিখে গণগবেষণা দলের সদস্য মিলন চাকমা খাগড়াছড়ি বাজার ফান্ড কার্যালয়ে সংশ্লিষ্ট তথ্য পাওয়ার জন্য আবেদন করেন। আবেদনের বিষয় ছিল- বাজারে বিভিন্ন জিনিসপত্র ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে কোন জিনিসের উপর কি ধরনের টোল আদায়ের পরিমাণ ধার্য্য করা আছে তার নিয়মাবলী জানা। আইনে নির্ধারিত ২০ কার্যদিবসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা কোন জবাব না দিলে পরে পার্বত্য জেলা পরিষদ, খাগড়াছড়ি এর চেয়ারম্যান বরাবরে আপীল করা হয়। সে প্রেক্ষিতে চেয়ারম্যান তথ্য প্রদানের নির্দেশ দিলে উক্ত কর্মকর্তা তথ্য প্রদান করতে বাধ্য হন। তথ্য লাভের পর সেটা নিয়ে গণগবেষণা দলের সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। তাতে সংশ্লিষ্টদের অনিয়মের বিষয়টি ধ'রা পড়ে। তাই এই বিষয়ে এলাকার জনসাধারণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে তারা প্রাপ্ত তথ্যটি প্রচারের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তারই অংশ হিসেবে খাগড়াছড়ি শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ এলাকাগুলোতে উক্ত তথ্যের ফটোকপি টাঙিয়ে দেওয়া হয়।

তথ্যটি এভাবে জনসমক্ষে প্রচারের ফলে বাজার ফান্ড কর্তৃপক্ষের টোল আদায়ের অনিয়মের বিষয়টি এলাকার সকলে জানতে শুরু করেছে। এতে সংশ্লিষ্ট সকলেই সতর্ক হয়েছে। প্রাপ্ত তথ্যটি অত্যন্ত জনগুরুত্বপূর্ণ একটি তথ্য। কারণ বাজারে যারা উৎপাদিত দ্রব্যাদি বিক্রি করে থাকেন তারা সাধারণত সকলেই দরিদ্র শ্রেণীর। এক্ষেত্রে এই তথ্য জানার ফলে তারা টোল আদায়ের নামে কর্তৃপক্ষের অতিরিক্ত অর্থ আদায়ের হাত থেকে রক্ষা পাবে। এতে যদি ভবিষ্যতে জনগণ সোচ্চার হয়ে উঠে তাহলে টোল আদায়ের নামে বাজার ফান্ডের দীর্ঘদিনের অনিয়ম চিরতরে বন্ধ হবে। তথ্য আবেদনের এই কাজটি এলাকায় খুবই প্রশংসিত হয়েছে বলে জানা গেছে। **- রিপন চাকমা, এনিমেটর, খাগড়াছড়ি**

পাঁচ. "আপনি দীর্ঘজীবী হোন"

আলেয়া বেগম সৈয়দপুর ৫০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতালে আবেদন করেছিল। সে তথ্য চেয়েছিল যে- জুলাই মাসে হাসপাতালে কি কি ঔষধ এসেছিল ও কোন কোন রোগীকে ঔষধ দেওয়া হয়েছিল সেগুলোর নামের তালিকা। তাকে কয়েকদিন পর হাসপাতালে ডাকা হয়। যথেষ্ট ভালো ব্যবহার করে তার সাথে। তারা তাকে বসতে দেয় এবং বলে, "একটু বসুন, স্যার নামাজ পড়তে গেছে। একটু পরেই আসবে। স্যার এসে আপনাকে তথ্য দেবেন"। অনেকক্ষণ পর উক্ত কর্মকর্তা অফিসে এলে আলেয়াকে জিজ্ঞাসা করেন আপনি এসব তথ্য নিয়ে কি করবেন ? তখন জবাবে আলেয়া বলেন, আমার যদি বর্তমানে হাসপাতালে কি কি ঔষধ আছে এসব তথ্য জানা থাকে, তাহলে আমি যদি রোগী নিয়ে আসি তখন কোন ঔষধ কিনতে হবে তা জানা সহজ হবে। যদি হাসপাতালে ঔষধ না থাকার কারণে কিনতে বলে তবে ঠিক আছে। যদি ঔষধ থেকেও না দেয় তখন হাসপাতালকে ঔষধ দিতে আমরা বাধ্য করবো। এসব শুনে উক্ত কর্মকর্তা আর কোন মন্তব্য না করে তথ্যগুলো দিয়ে দেন এবং বলেন, "আপনি দীর্ঘজীবী হোন"।

তথ্য কমিশন বাংলাদেশ -এর বর্তমান ঠিকানা

প্রধান তথ্য কমিশনার
তথ্য কমিশন বাংলাদেশ
প্রত্নতত্ত্ব ভবন (অস্থায়ী ভবন), এফ/৪-এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা -১২০৭।
ফোন: ৯১১৩৯০০, ৮১৮১২১৭, ই-মেইল: cicicbd@yahoo.com

সম্পাদনা : সুরাইয়া বেগম, প্রজেক্ট কো-অর্ডিনেটর, **প্রকাশনায় :** রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস্, বাংলাদেশ, বাড়ি - ১০৪, সড়ক - ২৫, ব্লক - এ, বনানী, ঢাকা - ১২১৩, বাংলাদেশ, ফোন : ৮৮৬০৮৩০-১
ইমেইল : rib@citech-bd.com, website : www.rib-bangladesh.org, **আর্থিক সহযোগিতায় :** রোসা লাক্সেম্বার্গ স্টিফটুং (RLS), জার্মানী, website : www.rosalux.de